ভোরের কাগজ

13

তারিখ 15 JUN 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

ব্রজমোহন কলেজের হালচাল ৫

দক্ষিণ বাংলার সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বয়স আজ ১০৯ বছর। বিএম কলেজ নামে সারা দেশের শিক্ষিতমহলে সমধিক পরিচিত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শত বছরের দীর্ঘ পরিক্রমায় ঘটেছে অনেক পরিবর্তন, যোগ হয়েছে অনেক নতুন অধ্যায়। ১৮৮৯ সালে পিতা ব্রজমোহন দত্তের নামে মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত যখন কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন তখন এর পরিসর ছিল অনেক সঙ্কীর্ণ। ছাত্রছাত্রীও ছিল কম। অথচ বর্তমানে মোট ১৬২ বিঘা জমির ওপর সম্প্রসারিত হয়েছে কলেজটির কলেবর। ১৭টি বিষয়ে অনার্স ও ১৯টি বিষয়ে মাস্টার্স চালু হওয়া কলেজটিতে এখন পড়াশোনা করছে প্রায় ১৫,০০০ ছাত্রছাত্রী। এ সবই সুখের কথা। আশার কথা। কিন্তু এতোসব সুখের কথার বিপরীতেই যেন রয়েছে হাজারো সমস্যা। বলা যায়, সমস্যার অক্টোপাস ঐতিহ্যবাহী এ কলেজটিকে আঁকড়ে ধরে আছে। বিশেষ করে শিক্ষক সঙ্কট, কর্মচারী স্বল্পতা, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের আবাসন সমস্যা, পরিবহন ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা ইত্যাদির মতো অসংখ্য সমস্যায় কলেজটি আজ জর্জরিত। সম্প্রতি সরজমিনে বিএম কলেজ পরিদর্শন করেছেন আমাদের বরিশাল প্রতিনিধি ***কামাল মাছুদুর রহমান***। কথা বলেছেন অনেকের সঙ্গে। জেনেছেন নানা তথ্য। সরজমিন পরিদর্শন ও সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ভোরের কাগজের পাঠকদের জন্য বিএম কলেজের নানা সমস্যার কথা নিয়ে তিনি তৈরি করেছেন ছয় পর্বের এই ধারাবাহিক প্রতিবেদন।

ব্রজমোহন কলেজের ছাত্র সংসদ ভবন। নির্বাচিত ছাত্র সংসদ না থাকায় ভবনটিতে তালা ঝুলছে *-ভোরের কাগজ*

উন্নয়ন কাজ ব্যাহত হচ্ছে নানাভাবে
তিন বছর ধরে ছাত্র সংসদ নেই

কামাল মাছুদুর রহমান : ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে গত তিনবছর ধরে ছাত্র সংসদ নেই। ফলে ফোরামের অভাবে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা তাদের সমস্যা, সুবিধা-অসুবিধার কথা অথবা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে জোরালোভাবে উপস্থাপন করতে পারছে না। শুধু তাই নয়, নির্বাচিত ছাত্র সংসদ না থাকায় কলেজের সাংস্কৃতিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বি এম কলেজে ছাত্র সংসদের মেয়াদ শেষ হয়েছে গত ১৯৯৫ সালের ২৭ জুন। ১৯৯৪ সালের ১৬ জুন কলেজে সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তখন পূর্ণপ্যানেলে ছাত্রদল বিজয়ী হয়। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। উল্লেখ্য, বি এম কলেজে ১৯৫২-৫৩ শিক্ষাবর্ষে প্রথম ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়েছিল।

১৯৯৫ ও '৯৬ সালে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদল, ছাত্রলীগসহ অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে একাধিক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হলেও ছাত্র নেতাদের মত পার্থক্যের কারণে নির্বাচনের উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। ১৯৯৭ সালে আবার ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং ঐ বছরের ২ নভেম্বর ব্রজমোহন কলেজ ছাত্র সংসদ (বাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন ধার্য করা হয়। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ঐ বছরের ১৬ অক্টোবর ছাত্রদল ছাড়া ছাত্রলীগের ২টি প্যানেলসহ ইসলামী ছাত্রশিবির, ছাত্রসমাজ ও গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের ৫টি পৃথক প্যানেল মনোনয়নপত্র দাখিল করে। অন্যদিকে ছাত্রদল আগে থেকেই নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছিল।

জেলা ছাত্রলীগ মনোনীত ভিপি, জিএস ও এজিএস পদে জসিম-নিপু-পিঞ্জু পরিষদ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেয়। এদিকে দলীয় মনোনয়ন লাভে ব্যর্থ হয়ে ছাত্রলীগ বি এম কলেজ শাখার সভাপতি মাহমুদুলহক মামুনের নেতৃত্বে মামুন-বাদশা আক্তার পরিষদ নামে ছাত্রলীগের আরেকটি বিদ্রোহী গ্রুপ মনোনয়ন পত্র জমা করে। মনোনয়ন পত্র জমাদানকে কেন্দ্র করে ঐদিন দুই গ্রুপে সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনার পরেও কলেজের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা নির্বাচনে ভোট দেওয়ার প্রস্তুতি নেয়। প্রতিদ্বন্দ্বীদলগুলো ক্যাম্পাসে প্রচার-প্রচারণা চালায়। প্রার্থীদের ছবি সংবলিত নানা পোস্টারে কলেজ ক্যাম্পাসসহ বরিশাল জেলা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জেলা শহর ও থানা সদরে পোস্টারে ছেয়ে যায়।

কিন্তু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৫ দিন আগে ২৮ অক্টোবর কলেজ কর্তৃপক্ষ 'অনিবার্য কারণ' দেখিয়ে ২ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য বাকসু নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করেন। নির্বাচন স্থগিত ঘোষণার খবর ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন মহলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। নানা সংগঠন বিবৃতির মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্তের নিন্দা জানায়। এদিকে ৩ বছর ধরে ছাত্র সংসদ না থাকায় কলেজের সাংস্কৃতিক অঙ্গন ঝিমিয়ে পড়েছে। নানা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডও একই কারণে ব্যাহত হচ্ছে।

কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন চান কিনা- এ প্রশ্নের জবাবে ছাত্রলীগ (শা-পা) কলেজ শাখার সভাপতি মাহমুদুল হক মামুন বলেন, 'অবশ্যই নির্বাচন চাই। ছাত্রলীগ (চু-ক) নেতা সাজ্জাদ হোসেনও একই কথা বলেন। ছাত্রলীগ ছাড়াও ছাত্রশিবির, গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য, ছাত্রদল, ছাত্রসমাজসহ অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী কলেজের সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে সুষ্ঠু পরিবেশে কলেজ কর্তৃপক্ষের ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা উচিত।